দৈনিক জনকণ্ঠ

6/10/2000

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ...6... কলাম ...3...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কবে নাগাদ খুলবে তা কেউ জানে না

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ দেশের প্রধান দু'টি ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ এবং জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের রাজনীতির মারপ্যাচে পড়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটের রাজনীতির হিসাবের কারণে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্রদলের লাগাতার ধর্মঘটের মুখে ক্যাম্পাস চালাতে ব্যর্থ হওয়ার পরও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করছে না। বিশ্ববিদ্যালয় কবে নাগাদ খুলবে সে প্রশ্নের উত্তর সংশ্লিষ্ট কেউই দিতে পারছে না। চরম উদ্বেগ-আশঙ্কার মধ্যে দিন কাটছে সাধারণ ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক-অভিভাবকদের। সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা বর্তমান প্রশাসনের ব্যর্থতা ও নেতিবাচক ছাত্র রাজনীতির বিরুদ্ধে তাদের বক্তব্য নিয়ে মাঠে নেমেছে। দ্বিতীয় দফা লাগাতার ছাত্র ধর্মঘটের ১৭তম দিনে সোমবার ছাত্রদল নেতাকর্মীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএনপি-জামায়াত সমর্থক সাদা দলের শিক্ষকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় মিলিত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় কবে নাগাদ খুলবে, আদৌ খুলবে কিনা এই প্রশ্নের জবাবে উপাচার্য অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী বলেছেন, তিনি কিছু বলতে পারেন না। সিন্ডিকেট সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় চলবে। গত ২৯ জুলাই থেকে ছাত্রদলের লাগাতার ধর্মঘটের মুখে কর্তৃপক্ষ সপ্তাহ শেষে সিন্ডিকেট বৈঠক ডেকে পরবর্তী সপ্তাহের পরীক্ষা স্থগিত করেছে। কর্তৃপক্ষ ভার্সিটি খুলে দিতেও পারছে না, আবার বন্ধও করছে না। কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তহীনতা এবং দোদুল্যমানতা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার করেছে। ছাত্রছাত্রীরা বাড়ি যেতে পারছে না, আবার ক্যাম্পাসের চলমান অচলাবস্থায় তাদের হলে থাকতেও ভাল লাগছে না। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল বর্তমান উপাচার্য এবং প্রক্টর পদত্যাগ না করা পর্যন্ত কোন আলোচনায় অংশ না নেয়ার সিদ্ধান্তে অটল রয়েছে। বিভিন্ন দিক থেকে ছাত্রদল নেতাদের ম্যানেজ করার চেষ্টা করে কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ হয়েছে। সঙ্কট নিরসনের আপাতত কোন সম্ভাবনা না থাকায় অনেকেই মন্তব্য করছেন, আগামী সরকার গঠন না হওয়া পর্যন্ত ক্যাম্পাস এ রকমই থাকবে। ছাত্রদলকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনবিরোধী আন্দোলনে ব্যস্ত রেখে ছাত্রলীগ পুরোমাত্রায় পরিকল্পিতভাবে নির্বাচনী প্রচারণায় নেমেছে। ছাত্রলীগ চাচ্ছে না কোনক্রমে ভার্সিটি বন্ধ হোক। এতে রমনা-তেজগাঁও আসনে বড় মাপের একটি ভোটব্যাঙ্ক তাদের হারাতে হবে এই আশঙ্কায় তারা বিশ্ববিদ্যালয় খোলা রাখার পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। পক্ষান্তরে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল চাইছে এই মুহূর্তে ক্যাম্পাস বন্ধ করে দিয়ে নির্বাচনী প্রচারণায় নেমে পড়তে। ছাত্রদলের ইচ্ছার বিপরীতে কর্তৃপক্ষের দৃঢ় অবস্থান শো করার লক্ষ্যেই বর্তমান প্রশাসন বিশ্ববিদ্যালয় চালাতে না পারলেও বন্ধ ঘোষণা করছে না। এবার আইবিএর কিছুসংখ্যক ছাত্রছাত্রী বর্তমান প্রশাসনের ব্যর্থতা ও নেতিবাচক ছাত্র রাজনীতির বিরুদ্ধে জরুরী বক্তব্য নিয়ে মাঠে নেমেছে। সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের বক্তব্য অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের হলসমূহ কোন ছাত্র সংগঠনের পরিবর্তে হল প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণে নিতে হবে। এ ছাড়া কোন ছাত্র সংগঠন সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের ইচ্ছার বাইরে কোন প্রকার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হতে বাধ্য করতে পারবে না। কোন ছাত্র সংগঠন শক্তির দাপটে প্রতিপক্ষ সংগঠনের নেতাকর্মীদের ওপর হামলা কিংবা হল থেকে তাদের বিতাড়িত করতে পারবে না।